

জোকার দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ করল ক্রিজালিসে



নিজস্ব প্রতিনিধি : কবি বলেছেন 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি তখন তারে চিনি', এই চেনা কি শুধু ভুবনকেই বা বাইরেকেই চেনা নাকি তার থেকেও বেশি নিজের আশপাশকে চেনা ও জানা? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের এই চেনার সেতু তৈরি করে আমাদের চরপাশের সঙ্গে, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে আর যার ভিত তৈরি হয় ছোটবেলা থেকেই। দিল্লি পাবলিক স্কুল (জোকা) সাউথ কলকাতাও ঠিক এই একই লক্ষ্য নিয়ে সারা বছর নানারকম অনুষ্ঠান করে, যার মধ্যে সব থেকে প্রত্যাশী অনুষ্ঠান বার্ষিক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা ক্রিজালিস। এবছর ১৬ আর ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান হয় সড়স্বরে। ২ দিনই ছিলেন বিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান পবন আগরওয়াল, ডিরেক্টর দীপক আগরওয়াল আর বেলা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিষ্ণুপুরের ডি. এস. পি. শ্রুতদীপ ঘোষ, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রঞ্জিত সুর ও আরো বিশিষ্টরা। দ্বিতীয় দিন ছিলেন সাতগাছিয়া পুরসভার সদস্য মোহন নন্দর, আই সি বিষ্ণুপুর মৈনাক ব্যানার্জি,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মার্কেটিং সেল আবদেশ কুমার ও রাজ্যের প্রশাসন বিভাগের রেজিস্ট্রার আতাউর রহমান। দু'দিনই অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল স্বত্বপূর্ণা চ্যাটার্জি তাঁর বক্তব্যে নানা ক্ষেত্রে স্কুলের নানা কৃতিত্বের কথা জানান। প্রথম দিন লোয়ার নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। নানা রকম প্রতিযোগিতার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। গানের দলের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে নানা ভাষার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপরে কোলাজ। এছাড়াও নজর কাড়ে সৌন্দা মাটির গন্ধ নাচের কোলাজ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বক্তব্য পরিবেশিত হয় এই নাচে। ছোটো বাচ্চাদের এই আনন্দ হাসিতে অনুষ্ঠান আরো বর্ণময় হয়ে ওঠে। ক্রিজালিসের দ্বিতীয় দিনেও ছিল এই চেনা সুর। দ্বিতীয় দিন ষষ্ঠ থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। শুরুতেই গানের দল ক্রেসেণ্ডোর ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে নানা ভাষার সঙ্গীতের ওপরে কোলাজ। অনুষ্ঠানের শেষে প্রধান শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পর সকলে মিলে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এই বর্ণময় অনুষ্ঠান শেষ করে।